যুগান্তর

তারিখ ... 07 DEC 2013 ...

পৃষ্ঠা 20 কলাম ৬

দুই অবরোধের মাঝে ব্যস্ত এক শুক্রবার

ছুটির দিনে নেয়া হয় ক্লাস পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

দুই অবরোধের ফাঁকে একদিনের সুযোগে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আলোকময়ে হয়ে ওঠে। টানা এক সপ্তাহের অবরোধে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলো জ্বলেনি। বেঞ্চিগুলোতে জমেছিল ধুলোর আস্তরণ। শুক্রবারের ছুটির দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে। বলতে গেলে পুরো দিনটিই ব্যস্ততায় অতিবাহিত হয় দেশের প্রায় সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থী, তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের। কোথাও ক্লাস হয়েছে। আবার কোথাও নেয়া হয় পরীক্ষা।

এ দিন সকালে সারা দেশে সাড়ে ২৯ লাখ শিশুশিক্ষার্থী তাদের শেষ বিষয়টির পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ২৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে আর ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে বাকি প্রায় ৩ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর কোরআন ও তাজবিদ এবং আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে এ পরীক্ষা। পরীক্ষা উপলক্ষে কেন্দ্র হয়েছে সারা দেশের এমন সব প্রতিষ্ঠান শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এক সপ্তাহ পর তারা ফের বসে পরীক্ষায়। এর বাইরে বাকি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না এমন) নেয়া হয় বার্ষিক পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় এ দিন নবমের দায়ে কোনো পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়নি। তবে প্রাথমিকে ২৬ লাখ ৩৬

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

পরীক্ষা : ছুটির দিনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ১৯৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ১৫ হাজার ৮০৯ জন অনুপস্থিত ছিল। আর ইবতেদায়িতে ৩ লাখ ২১ হাজার ৯৯৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮ হাজার ৪৮ জন অনুপস্থিত ছিল।

শিশুশিক্ষার্থীদের আরেকটি বড় পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে জেএসসি ও জেডিসি। যদিও এই পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার এতো বিলম্বতো চিন্তি-বর্ষিত করা যাচ্ছে না। চিন্তিত শিক্ষকেরাও এ সমস্যায় পড়েছে।

এদিকে জেএসসি-জেডিসির মাধ্যমিক আর প্রাথমিক-ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীর পর প্রাথমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী বাদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা ২ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা শুরু করা যাচ্ছে না। একই অবস্থা অষ্টম শ্রেণী বাদে মাধ্যমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষারও।

অথচ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা ছিল পাবলিকসহ সব ধরনের পরীক্ষা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার। সে অনুযায়ী শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনাও দেয় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু বিরোধী দলের একাধিকবার হরতাল আর অবরোধ কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম জানান, তার স্কুলে সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় তিনি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরিবর্তে ১৪ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে তা আর করা সম্ভব হয়নি। যেখানে সমাপনী পরীক্ষাই শেষ হয়নি, সেখানে বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর পর শেষ করার চিন্তা আসবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, বার্ষিক পরীক্ষা তারা কয়েকটি নিয়েছেন। শুক্রবারও নেয়া হয়। কিন্তু শুধু শুক্রবার দিলে গোটা ডিসেম্বর মাসেও পরীক্ষা শেষ করা যাবে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভিকারুননিসা আর আইডিয়াল নয়, রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে পরীক্ষাগুলো আটকে গেছে।

এদিকে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্কুলই নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও শুক্রবার অবরোধ না থাকার সুযোগে ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয়। রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র মিজানুর রহমান বলেন, এদিন তাদের ফোনে ডেকে নিয়ে ক্লাস করানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী আকলিমা বেগম জানান, আগের রাতে এসএমএসে বেলা আড়াইটায় ক্লাস নেয়ার তথ্য জানানো হয়। একটু বেশি সময় নিয়ে শিক্ষক এদিন ক্লাস নিয়েছেন।

শুধু ক্লাস কার্যক্রমই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও ভর্তি পরীক্ষা, আবার কোথাও টিউটোরিয়াল এবং ইনকোর্স পরীক্ষা নেয়া হয়।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পরীক্ষা সিডিউলে রীতিমতো জ্যাম লেগে গেছে। একটি পরীক্ষার রুটিনের মধ্যে আরেকটি পরীক্ষা ঢুকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শেষ ও ফল প্রকাশ এবং নতুন বছরে ক্লাস শুরু করা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর বাইরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং অন্যান্য পরীক্ষাও দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে 'অটো প্রমোশন' দেয়ার দাবি জানিয়েছে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। শুক্রবার সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলুসহ সংগঠনের নেতারা এক বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়ে বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের কারণে সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। স্কুলগুলোতে নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতির উত্তরণ না ঘটলে ডিসেম্বরেও এ পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে না। তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় স্বার্থে সহনশীল এবং ছাড় দেয়ার মনোভাবে পৌঁছার আহ্বান জানান।